॥ আট ॥

'গীতিকাব্য' ঃ মূল বিষয়বস্তু

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁর গভীর রসবোধ ও কবিপ্রাণতার সার্থক নিদর্শন। এই জাতীয় প্রবন্ধগুলির রচনা পদ্ধতিও স্বতন্ত্রধর্মী। ভাষারীতি ও উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য আলোচ্য প্রবন্ধগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এই জাতীয় আলোচনায় বিশুদ্ধ সমালোচক বৃত্তি অপেক্ষা তিনি সরস হৃদয়বৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কাব্য সাহিত্যের এই আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপুরুষের অন্তরঙ্গ স্পর্শ লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বতঃস্ফূর্ত অলঙ্কৃত ভাষা ও গীতিপ্রাণতায় সুদূরপ্রসারী কবিদৃষ্টিতে আলোচ্য প্রবন্ধগুলি রমণীয়তায় আস্বাদ্যমান ও রসসমুজ্জ্বল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনা প্রধান দুটি ভাগে বিভক্ত—গ্রন্থ সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বালোচনা সংযত ও পরিমিত বাক্‌শক্তির পরিচয় দেয়। পরিমাণের দিক থেকে এই জাতীয় রচনা কম হলেও, এই জাতীয় রচনাতে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মননশক্তি, পাশ্চাত্যদর্শন, পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কিত ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বালোচনা প্রবন্ধগুলিতে যদি তাঁর কবিত্ব শক্তির ও মনীষার প্রয়োগ ঘটতো, তিনি যদি সাহিত্যতত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনায় নিযুক্ত হতেন তবে বাংলা সমালোচনামূলক সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হতে পারতো। তিনি পৃথকভাবে কাব্যসাহিত্য ইত্যাদির সংজ্ঞা, স্বরূপ ইত্যাদি স্বতন্ত্র আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বিশেষ কাব্য-নাটক সম্পর্কিত আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করতেন, এবং উক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনানুযায়ী তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক ইত্যাদি আলোচনার কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র 'অবকাশরঞ্জিনী'র যে সমালোচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে এই 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, অবশ্য 'অবকাশরঞ্জিনী'র আলোচনা অংশ বাদ দিয়ে। ফলে, প্রবন্ধটির শিরোনামও পরিবর্তিত হয় এবং গীতিকাব্য নামে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। আলোচ্য গীতিকাব্য প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আঙ্গিক সম্পর্কিত আলোচনা। গীতিকাব্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণ নিরূপণে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা সুগভীর মনীষা ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয়। মননের গাঢ়তায়, শব্দ প্রয়োগের যাথার্থ্যে ও কাব্যবন্ধের উপযুক্ত সমাহারে গীতিকাব্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় ও পাশ্চাত্য আলংকারিকদের মতবাদের সমন্বয় সূত্রে সাহিত্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—দৃশ্যকাব্য বা নাটকাদি, আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য।

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম ফসল উপন্যাসকে তিনি আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যের, গীতিকাব্যকে খণ্ডকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে, গীতিকাব্যের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সচেষ্ট হয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যা 'লিরিক' (Lyric) নামে পরিচিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই গীতিকাব্য বলেছেন। লিরিক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে-লায়ার (Lyre) সংযোগে গেয় কবিতার নামই গীতিকবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র লিরিকের গেয় মূল্যের কথা স্বীকার করে গীতিকাব্যের গেয় মূল্যের কথা স্বীকার করেছেন।

Scanned by CamScanner

'গীত' থেকে গীতিকবিতার জন্ম এবং মনের রেশ-আবেগ ও ভাব প্রকাশের আগ্রহ থেকে গীতিকবিতার জন্ম। গীতের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা কণ্ঠ ভঙ্গীতে স্পষ্টীকৃত হয়। *** স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবত যত্নশীল। কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্যভিন্ন চিত্তভাবে ব্যক্ত হয় না; অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।"

গীতের পরিপাট্যের দুটি জিনিসের প্রয়োজন স্বর ও শব্দচাতুর্য। সাধারণত এ দুটি গুণের সমাবেশ একজনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ফলে একজন গীত রচনাকারী। অপর জন গায়ক। এইখানেই গীত ও গীতিকাব্যের পার্থক্য। "গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যক্তক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অনেক গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।" বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের সংজ্ঞা প্রদানকালে বলেছেন—"গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীত ও গীতিকবিতা উভয়ের উদ্দেশ্য এবং হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসকে পরিস্ফুট করা সর্বতোভাবে সম্ভব হয় না। মনে যে ভাব জাগে কথায় বা কাজে তার সামান্য অংশ প্রকাশিত হয়, অনেকখানি অনুচ্চারিত ও অব্যক্ত থেকে যায়। প্রকাশিত হলেও গীতিকাব্যের সৃষ্টি হয়। গীতিকাব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও গীতিকাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্যও নির্ণীত হয়েছে।

মানবহৃদয়ে উত্থিত বিভিন্ন ভাবের কিছু ব্যক্ত, কিছু অব্যক্ত থাকে। ক্রিয়া এবং সংলাপের দ্বারা ব্যক্ত ভাবের রূপদানই হল নাটক। আর যা অব্যক্ত থাকে তা হল গীতিকাব্যের সামগ্রী। নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য হৃদয়ের ভাবপ্রকাশ করলেও, নাটক ও গীতিকবিতার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়ার দ্বারা যা ব্যক্ত হয় তাই নাটকের সামগ্রী। পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া বা কথোপকথনের দ্বারা যা ব্যক্ত হয় না, যা অব্যক্ত থাকে তাই গীতিকাব্যের বিষয়। নাট্যকারের ক্ষেত্রে তন্ময়তা, গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে মন্ময়তা।

বঙ্কিমচন্দ্রের গীতিকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতিকাব্যের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গীতিকবিদের নামোল্লেখে তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিসিদ্ধ করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা', হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' তাঁর মতে গীতিকাব্যরূপে উৎকৃষ্ট। গীতিকাব্যের মূলমন্ত্র ও আত্মলীন ভাবুকতা—বঙ্কিমচন্দ্র তা স্বীকার ও উল্লেখ করলেও আধুনিক লিরিকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন নি এবং প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকবিতার পার্থক্য নির্ণয় করেন নি। এই ত্রুটি সত্ত্বেও নাটক ও গীতিকাব্যের পার্থক্য আবিষ্কার এবং গীতিকাব্যের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে তাঁর বক্তব্য প্রবন্ধটিকে সার্থক করেছে।

Scanned by CamScanner